কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 22 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

চবি ছাত্রলীগের নতুন কমিটি

বেছে বেছে অভিযুক্তদেরই নেতৃত্বে আনা হলো

নূপুর দেব, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নতুন কমিটির সভাপতি আলমগীর টিপুর বিরুদ্ধে শুধু চাঞ্চল্যকর জোড়া খুনের মামলাই নয়, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছাত্রীর শ্লীলতাহানিসহ হরেক রকম অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এসব ঘটনায় গত দুই বছরে তাঁকে ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার বহিষ্কার করেছে। শুধু তাই নয়, আলমগীর টিপু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মিত ছাত্র।

অন্যদিকে একই কমিটির নতুন সাধারণ সম্পাদক এইচ এম ফজলে রাব্বি সুজনের বিরুদ্ধে রয়েছে বিস্ফোরকদ্রব্যের একটি মামলা। ওই মামলায় তিনি পলাতক আসামি।

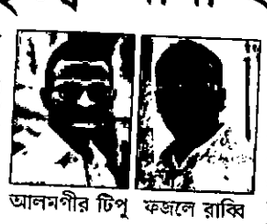

আলমগীর টিপু ফজলে রাব্বি

সভাপতির বিরুদ্ধে জোড়া খুনের মামলা, সন্ত্রাস — চাঁদাবাজির অভিযোগ

■

সম্পাদক বিস্ফোরক মামলার পলাতক আসামি

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ২৮তম জাতীয় সম্মেলন আগামী ২৫ ও ২৬ জুলাই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কমিটি ছিল না ১৩ মাসের বেশি সময় ধরে। ঢাকায় কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পাঁচ দিন আগে হঠাৎ করে ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ১৪টি শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

ইতিমধ্যে অপরাধ কর্মকাণ্ডে লিপ্তদের নেতৃত্বে নতুন কমিটি গঠন করায় ছাত্রলীগের তৃণমূল ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে চলছে নানা গুঞ্জন।

▶▶ পৃষ্ঠা ১২ ক. ৭

বেছে বেছে অভিযুক্তদেরই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ নিয়ে ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে বলেও গুঞ্জন রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ নেতাদের কেউ কিছু বলতে রাজি হননি।

সভাপতি টিপুর বিরুদ্ধে যত অভিযোগ : ২০১৩ সালের ২৪ জুন দুপুরে নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন সিআরবি সাতরাস্তা এলাকায় পূর্বাঞ্চল রেলের দেড় কোটি টাকার দরপত্র নিয়ে যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর ও ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক সাইফুল আলম লিমন গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়। এতে ঘটনাস্থলে যুবলীগকর্মী সাজু পালিত (২৮) ও পথচারী আরমান হোসেন (৮) নামের এক শিশু নিহত হয়। চট্টগ্রামে চাঞ্চল্যকর এই জোড়া খুনের ঘটনায় কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মহিবুর রহমান বাদী হয়ে সাইফুল আলম লিমনকে প্রধান আসামি করে ৮৭ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরো ৩০-৪০ ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা করেন। এই মামলায় তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বর্তমানে নতুন কমিটির সভাপতি আলমগীর টিপু ৭ নম্বর আসামি। কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য হেলাল আকবর বাবর মামলায় ৫৩ নম্বর আসামি। লিমন, টিপুসহ ৫২ জনকে ঘটনাস্থলের পাশের পলোগ্রাউন্ড এলাকা থেকে ওই দিন বিকেলে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। গ্রেপ্তারের পর ওই বছরের ২৬ জুন পুলিশ লিমন, টিপুসহ ৪৪ জনকে এক দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রায় দেড় মাস কারাগারে থাকার পর ৪ আগস্ট জামিনে বের হন টিপুসহ আরো কয়েকজন নেতা।

ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, এর আগে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে ক্যাম্পাসে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে জড়িত থাকার অভিযোগে একই বছরের ৬ অক্টোবর আলমগীর টিপুকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বহিষ্কৃত আলমগীর টিপুকে অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে না দেওয়ায় ২০১৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর অনুসারীরা পরীক্ষার হলে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরে প্রক্টরিয়াল বডি ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তালা ভাঙে এবং আলমগীরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়।

ওই সংঘর্ষের ঘটনায় আলমগীর টিপুকে ছাত্রলীগ থেকে এক মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছিল। এ ছাড়া সিআরবির জোড়া খুনের ঘটনায়ও তাঁকে ছাত্রলীগ থেকে একবার বহিষ্কার করা হয়।

প্রায় তিন বছর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫৬তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় চার ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে। এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে বহিষ্কার হওয়া ওই চারজনের মধ্যে বর্তমান সভাপতি আলমগীর টিপুও রয়েছেন।

টিপুর ছাত্রত্ব নিয়ে প্রশ্ন : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র আলমগীর টিপু ভর্তি হয়েছিলেন ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে। চার বছর মেয়াদি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে এক বছর ধরলে তাঁর অনেক আগেই ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার কথা।

জানা গেছে, টিপু প্রায় দুই বছর আগে মাস্টার্স পাস করেছেন। তবে এ ব্যাপারে আলমগীর টিপুর দাবি, ২০১৩ সালে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছেন। একটি বিষয়ে খারাপ করেছেন। তিনি অনিয়মিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রত্ব আছে। তিনি এখনো মাস্টার্স পাস করেননি।

সাধারণ সম্পাদক বিস্ফোরক মামলার আসামি : ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম অনুমোদিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক এইচ এম ফজলে রাব্বি সুজন। তাঁর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানায় বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা রয়েছে। গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর হাটহাজারী থানায় ফরহাদ হোসেন নামের একজন বাদী হয়ে ২৩ জনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন। এই মামলায় সুজন পলাতক রয়েছেন।

এ ব্যাপারে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হাটহাজারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মঞ্জুর আহমেদ গতকাল বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিস্ফোরক আইনে দায়ের হওয়া মামলায় সম্ভবত সুজন গ্রেপ্তার হয়নি। মামলায় সুজনসহ ২৩ জন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আসামি। এর মধ্যে দুই-তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। মামলাটি এখন তদন্তাধীন।'

জানা যায়, এইচ এম ফজলে রাব্বি সুজন ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি ইতিমধ্যে মাস্টার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছেন।

জোড়া খুনের মামলায় তদন্তে ধীরগতি : রেলের দরপত্র নিয়ে যুবলীগের সঙ্গে ছাত্রলীগের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে এক শিশুসহ দুজন খুন হওয়ার ঘটনায় করা মামলাটির তদন্ত এখনো শেষ হয়নি। ঘটনার প্রায় ২৫ মাস পরও অভিযোগপত্র দিতে পারেনি পুলিশ। কোতোয়ালি থানার পুলিশ দুই বছর তদন্ত করার পর এক মাস আগে মামলাটি পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি) হস্তান্তর করা হয়। এটি এখন নতুন করে তদন্ত করছেন নগর গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক জাহিদুল ইসলাম।

এ ব্যাপারে পুলিশ কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি ১৫-২০ দিন আগে মামলাটির তদন্তভার পেয়েছি। এখন তদন্ত করছি। চার্জশিট দিতে সময় লাগবে। কত দিন লাগবে তা বলতে পারছি না। আসামি বেশি তাই সময় লাগছে।'

অভিযুক্ত আলমগীর টিপুর বক্তব্য : জোড়া খুনের ঘটনার বিষয়ে টিপু বলেন, 'আমি এ ঘটনায় জড়িত নই। ওই দিন ঘটনার পর আমাদের বড় ভাই সাইফুল আলম লিমন ভাইয়ের বাসায় গেলে সেখান থেকে পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করে। আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না।'

ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে বহিষ্কার প্রসঙ্গে টিপু বলেন, 'আসলে আমাদের জুনিয়র ব্যাচের ছেলেরা সমস্যা করায় এ ঘটনায় আমাদেরও জড়ানো হয়েছে। আমি ওই ঘটনায় সম্পৃক্ত নই।' বিভিন্ন অপরাধে ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একাধিক বহিষ্কার বিষয়ে আলমগীর টিপু বলেন, 'ছাত্রলীগ থেকে আমাকে কখনো বহিষ্কার করেনি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একবার ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করেছিল। এটা রাজনৈতিক কারণে।' তিনি আরো বলেন, 'আমি সভাপতি হওয়ার পর একটি মহল আমার বিরুদ্ধে যেসব অপকর্মের কথা বলছে তা ঠিক নয়।'

সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা থাকার বিষয়ে সভাপতি টিপু বলেন, 'এটিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মামলার তদন্ত হচ্ছে।'

তাঁরা মহিউদ্দিন ও নাছিরের অনুসারী : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নতুন কমিটির সভাপতি আলমগীর টিপু মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিনের অনুসারী। সোমবার কমিটি ঘোষণার পর সন্ধ্যায় মেয়রের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন টিপু। এ সময় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক সাইফুল আলম লিমনসহ কয়েকজন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিল।

অন্যদিকে একই কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া এইচ এম ফজলে রাব্বি সুজন সাবেক মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর অনুসারী। সুজন সোমবার দুপুরে মহিউদ্দিন চৌধুরীর বাসভবনে গিয়ে তাঁকে ফুলের তোড়া দেন।